কৃষ্ণনগরের কেষ্ট, পদক ও পুরষ্কার

কর্ণফুলী রিপোর্ট

সিডনী ভিত্তিক সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতীতির বর্ষবরন অনুষ্ঠান গতকাল শনিবার (১৪/০৪/২০০৭) অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বরাবরের মত বাঙলা ভাষা স্তম্ভ প্রাঙ্গন এ্যাশফীল্ড পার্কে। সময় নিয়মানুবর্তীতার ব্যাপারে এই সংগঠনটির বেশ সুনাম আছে। সকাল বরাবর সাড়ে ন'টায় শুরু হয়ে প্রায় দুপুর পর্যন্ত অনুষ্ঠানটি গড়িয়েছিল। অনুষ্ঠানে সমেবত কণ্ঠে বৈশাখী মওসুমের গান, নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি সহ একক সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়েছে। বটগাছের মত শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে থাকা সুউচ্চ বৃহৎ গাছের ছায়ায় ছোট খাটো একটি মেলার আসর যেন বসেছিল সেদিন। অনুষ্ঠানের এককোনে বসেছিল মুখরোচক হরেক রকমের খাওয়ার একটি বৃহৎ ষ্টল। গতবারের মত প্রতীতির অনুষ্ঠানে এবার তেমন জনসমাগম না হলেও সুশৃঙ্খল পরিবেশে আগত প্রায় দুই শত অতিথির সকলে একাগ্রচিত্তে সঙ্গীতানুষ্ঠানটির আদি-অন্ত উপভোগ করেছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভটা সত্যি মনে রেখাপাত করার মত ছিল। সকালের কাঁচা রোদে মৃদু ও হীমেল হাওয়ার সাথে খোলা আকাশের নীচে গানের সুর দুই মিলে এক অনাবিল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন। এত সুন্দর সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রতীতি ছাড়া সিডনীর আর কোন সাংস্কৃতিক সংগঠন এ পর্যন্ত করতে পারেনি, উচ্ছাসে আবেগে স্বতস্ফুর্তভাবে প্রশংসা করেছেন আগত প্রায় সকল অতিথি।

তবে শ্রোতা-দর্শক উপস্থিতির স্বল্পতা নিয়ে কিছু গল্প মুখে মুখে রটেছিল আসরে সেদিন। অনেকে বলেছেন একই দিনে সিডনীর আরেকটি অঞ্চলে বৈশাখী মেলা হওয়াতে এদিকটায় সেজন্যে কেউ আসতে পারেনি। আর তাছাড়া উচ্চমার্গের এরূপ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বুঝেন না বলেও হয়তবা অনেকে আসেন নি। তবে নিন্দুকেরা বলেছেন অন্য কথা, তারা বলছেন এবারে 'শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী' পদক দেয়ার জন্যে শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত প্রতীতির কর্ণধার কৃষ্ণনগর এবং সিডনী মহানগর থেকে কোন লোক খুঁজে পাননি। সুতরাং উপস্থিত ক্ষেত্রে হঠাৎ কাকে ধরে কার গলায় আবার 'শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী'র মাদুলি (পদক) ঝুলিয়ে দেন সেই আতঙ্কে অনেকে প্রতীতির অনুষ্ঠানে যাওয়া থেকে বিরত ছিলেন। তবে প্রয়াত সুরকার পিতার নামে অহংকারী ও পরিচিত জনাব সালেকীনের 'শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী' পদক বিষয়ক সম্প্রতি কর্ণফুলীতে দুকলম লেখার পর তিনি নিজেকে কিছুটা শুধরে নিয়েছেন। অনুষ্ঠানের মধ্যভাগে সালেকীন হঠাৎ ঘোষনা দিলেন এবার প্রতীতি 'শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী'র পদক না দিয়ে 'প্রবাসী' নামে নবপ্রজন্ম গঠিত একটি সংগঠনকে 'শ্রেষ্ঠ সংগঠন' হিসেবে পুরুস্কৃত করবেন। আর তাছাড়া বিশেষ দুটি পুরষ্কার থাকবে বর্ষবরণ এ অনুষ্ঠানে সুন্দরভাবে সেজে আসা একজন নারী এবং একজন নরের জন্যে। প্রবাসী'কে

পুরুস্কৃত করায় একবাক্যে সকলে সাধুবাদ জানিয়েছেন, কারন বাংলাদেশে এসিডদগ্ধ নারী ও শিশুদের সুষ্ঠু চিকিৎসার জন্যে সিডনীর কিছু তরুনী কায়মনে দীর্ঘদিন নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সালেকীন প্রবাসী'র তরুনীদের পুরুস্কৃত করে সাধুবাদ পেলেও 'সুন্দর পোষাক' পরিধানের জন্যে পুরুষ্কার প্রদান বিষয়ে নিরবে হয়েছিলেন তিরষ্কৃত। কারন প্রতীতি'র কোন প্রচারনায় কখোন তারা কাউকে উক্ত অনুষ্ঠানে বাঙালীয়ানা সাজে সেজে আসতে বলেন নি। যে দুজনকে আগের রাতে বাসায় ফোন করে বলেছিলেন ঠিক সেই দুজনই তাঁর 'মনের মত' করেই সেজে এসেছিলেন। আর সেই পুরুষ্কার দুটিও ধরিয়ে দেয়া হলো তার 'সেট-আপ' করা দুজনকে। এযেন পরীক্ষার আগের রাত প্রাইভেট পড়ুয়া ছাত্রীর হাতে গৃহশিক্ষকের প্রশ্নমালা ধরিয়ে দেয়ার মত দুরাচার। দাঁত কিটমিট করে কটু মন্তব্য করলেন ডী হোয়াই থেকে আগত সাজিয়া সুলতানা।

প্রতীতির অনুষ্ঠানে আগত সম্প্রতী রাজনৈতিক আশ্রয়প্রাপ্ত একজন বাংলাদেশী নেতা খোদা বক্স মন্তব্য করেছেন জনাব সালেকীন কিভাবে এবং কিসের ভিত্তিতে গত কয়েক বছর ধরে তার সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতীতির ছত্রছায়ায় 'শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী' নামের এই দু:সাহসিক 'পদক' বিলিয়ে যাচ্ছেন। কে তাকে অথবা তার সংগঠনকে এতবড় গুরু দায়ীত্ব দিয়েছেন? এ পদকের গ্রহনযোগ্যতার পরিধি কতটুকু? পদকের ইজ্জত ও ওজন কতটুকু? অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে কি পরিমান বাঙ্গালী বসবাস করছে এবং কোন শহরে কে কিভাবে বাংলার সেবা করছে তা কি সালেকীনের বৈশাখী হালখাতায় লেখা আছে? যদি না থাকে তবে তিনি তার কৃষ্ণ নগর কাউন্সিলের আশেপাশে যে কয়টি বাঙালী পরিবার বসবাস করছেন তাদের মধ্য থেকে একজনকে ধরে 'কৃষ্ণ নগরের কেষ্ট' নামে পদক দিয়ে কৃতার্থ করতে পারতেন। প্রতীতির পদক বিষয়ে অনেকে বলেন এ যেন একটি সিঙ্গেল মশারী দুদিকে দুটি ফুটো করে হাতা লাগিয়ে কাউকে পাঞ্জাবী হিসেবে উপহার দেয়ার মত। আর সেই পাঞ্জাবী গায়ে চড়িয়ে কোন সঙ্গীতানুষ্ঠানে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে কোরাস গাওয়ার মাহাত্মই আলাদা। বাঙ্গালী বলতে সালেকীন বা তার অনুগত কর্মীরা বঙ্গের ভৌগলিক সীমারেখা কতটুকু বিবেচনায় এনেছেন? ১৭৫৭ সনের পুর্বে শেষ নবাবের বঙ্গ-চৌহদ্দী না জানা থাকলেও প্রতীতির কর্নধারের অন্তত বর্তমান রাজনৈতীক ভুগোলের জ্ঞানটুকু থাকলে 'শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী' পদক প্রবর্তন করে এই সুশীল সংগঠনটিকে বিতর্কিত করতেন না। 'কৃষ্ণ নগরের কেষ্ট, যারে তারে তুমি বল শ্রেষ্ঠ' বলে ক্ষোভ উড়িয়েছেন পশ্চিম বঙ্গের সুস্মীতা সাহা।

শ্রেষ্ট সাজের জন্যে পুরুস্কৃত নবাগতার দিকে তাকিয়ে আছেন সালেকীন (মাঁঝে) আর পুরুষ্কারের ঝাঁপি হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন সহকর্মী

খনার বচন নয় তবে কোন এক অজানা গাঁয়ের ধনা বলেছিলেন "নিজের কর্মে যিনি অহংকারী তিনি উত্তম, পিতার নামে যিনি অহংকারী তিনি মধ্যম আর শ্বশুর মহাশয়ের নামে যিনি অহংকারী

তিনি নরাধম।" জনাব সালেকীন উত্তম, মধ্যম, অধম বা গৌতম কিনা তা সিডনীর প্রবাসী বাংলাদেশীরাই বিবেচনা করবেন। তবে ফীবছর পদক বিলিয়ে সিডনীর বুকে কোন্ বিশেষনে তিনি বিশিষ্ট হবার অপচেষ্টা করছেন তা একমাত্র ইশ্বর জানেন! আঁতকে উঠেন আগত শ্রোতা বদর উদ্দিন মাহমুদ, ফিসফিসিয়ে বললেন "পদকের অপকর্মটি সংযোজন না করলে সালেকীনের প্রতীতি প্রবাসে গর্ব করার মত একটি বাংলাদেশী সাংস্কৃতিক সংগঠন। আর তাছাড়া উনিতো আপাদমস্তক দেখতে লোক খারাপ না, কিন্তু কেন যে বুড়োকালে এ ভীমরতি দেখা দিল কে জানে?"

সকলে জানে প্রতীতির অনুষ্ঠান সহজে শ্রোতা দর্শক টানে, আকৃষ্ঠ করে সঙ্গীতপ্রেমী সিডনীবাসী সকলকে। শিল্পীদের উপস্থাপনা ও গায়কি ঢঙ ফল্গু ধারার মত সকলের প্রবাসী-হৃদয়ে অন্তক্ষরন ঘটায়। ধন্য, ধন্য বলে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সকলে প্রশংসা করে উঠে প্রতীতির। কিন্তু যে বছর থেকে

'শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী'র তবক প্রতীতির উপর নাজিল হলো তখন থেকেই ধীরে ধীরে দুরে চলে যেত লাগলো তাদের কাছের মানুষ গুলো। বছর দুয়েক আগে সিডনীর বিশিষ্ঠ রেঁস্তরা ব্যাবসায়ী জনাব নুরুল আজাদকে হাতে পায়ে ধরেও উক্ত পদক গছাতে পারেননি সালেকীন। ভর্ৎসনা করে আজাদ ফিরিয়ে দিয়েছিল সেই তথাকথিত 'শেষ্ঠ বাঙ্গালী'র তবক। তারপরেও শুধরায়নি প্রতীতির সালেকীন এবং তার অনুগত সাংস্কৃতিক কর্মীরা। গেল বছর তার সেই তবক অতি

রবি ঠাকুরের একটি কবিতা মুখস্ত (বাই হার্ট) আবৃত্তি করে যিনি সকলকে মুগ্ধ করে দিয়েছেন, স্মৃতি হয়ে থাকবে তাঁর সুকণ্ঠি আবৃত্তি সকলের হৃদয়ে। মঞ্চের পেছনে কবি কাইয়ুম পারভেজ

আগ্রহে করজোড়ে টেনে গলায় পরে নিয়ে ধন্য হয়েছিল প্রবাসে বাঙলার আরেক 'খাদিম' আবদুল জলিল। প্রতীতি কি সিডনীর নিবেদিত বাঙলার শিক্ষিকা শামসিয়া সোলায়মান, একুশে একাডেমীর ভাষাস্তম্ভ প্রতিষ্ঠাতা নির্মল পাল অথবা প্রবাসে বাঙলা সাহিত্য যারা প্রথম সহজলভ্য করেছিলেন সেই শ্রীমন্ত মুখার্জী বা পিন্টু মহাজনদের কথা কি 'শ্রেষ্ট' যাচাইয়ে বিবেচনায় এনেছিলেন?

কর্ণফুলীর লেখার কারনে হোক অথবা সুশীল প্রবাসীদের তিরষ্কার এড়ানোর জন্যেই হোক প্রতীতি এ বছর তাদের সংগঠন থেকে 'শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী' নামক পদকটি স্থগিত করেছেন শুনে অনেকেই তাদের আর্শিবাদ করেছেন, দরাজ কণ্ঠে দুহাত তুলে অনেকে বলেছেন 'প্রতীতি হাজার সাল জিয়ো, সুরের লহরীতে ভাসিয়ে দিও, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তুমি বাংলার কৃষ্টি বয়ে নিয়ে যেও। নিন্দুকের নিন্দায় তুমি ভ্রুক্ষেপ করিও না, এগিয়ে যাও সালেকীন'।

অনুষ্ঠানে আগত শ্রোতা-দর্শকবৃন্দের একাংশ, পদক স্থগিতের ঘোষনা শুনে সকলে স্বস্থি প্রকাশ করছেন